প্রথম আলো

তারিখ 19 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে শিক্ষকই নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর ●

যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে তিন বছর আগে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ চালু হলেও এখন পর্যন্ত এ বিভাগে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অন্য বিভাগের শিক্ষকেরা জোড়াতালি দিয়ে এ বিভাগ চালাচ্ছেন। শিক্ষকের অভাবে গত বছর এ বিভাগে কোনো ছাত্র ভর্তি করা হয়নি।

টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের শিক্ষার্থী অনন্যা শিকদার জানান, ২০০৬ সালে তিনি এ বিভাগে ভর্তি হন। ভর্তির পর তিনি জানতে পারেন এ বিভাগের কোনো শিক্ষক নেই। অন্য বিভাগের শিক্ষকেরা ক্লাস নেন। এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ইন্সট্রাক্টর খোন্দকার সুলতান আহমেদ জানান, বর্তমানে এ বিভাগে দুই বর্ষের দুই পালার ১৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। নির্দিষ্ট শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে, তাঁদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

নতুন চালু হওয়া অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে কম্পিউটার টেকনোলজি বিষয়েও রয়েছে শিক্ষকসংকট। বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সুজিত বিশ্বাস জানান, বিভাগে শিক্ষকের পদ রয়েছে সাতটি। এর মধ্যে দুজন শিক্ষকের পক্ষে চারটি বর্ষের দুই পালার প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীকে পড়ানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তিনি আরও জানান, শিক্ষকসংকটের কারণে একজন শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে ৩৫-৪০টা ক্লাস নিতে হচ্ছে। ফলে পাঠ্য বিষয়ে সব সময় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

এ ছাড়া সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার ও ইলেকট্রনিকস বিভাগেও শিক্ষকসংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রতিটি বিভাগে সাতটি করে শিক্ষকের পদ থাকলেও কোনো বিভাগেই দুই-তিনজনের বেশি শিক্ষক নেই। ইলেকট্রনিকস বিভাগে শিক্ষক মাত্র দুজন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহেন্দ্র কুমার শিকদার জানান, বর্তমানে কলেজে দুই পালায় এক হাজার ৬০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে।